দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR. ৩ 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

125

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলা কেন?

মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতি অবহেলার চরম গঞ্জনা আর কতকাল চলবে, এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত কিছু বলতে পারবে না। বিভিন্ন কৌশলে, বিভিন্ন মাধ্যমে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংকোচন এমনকি ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে দেয়ার মত সুগভীর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, ফাজিলকে ডিগ্রীর মান, কামিলকে মাস্টার্স-এর মানতো দেয়াই হচ্ছে না এমনকি একে কিভাবে ধ্বংসের অতল গহবরে পৌঁছানো যায় তা নিয়ে একটি মহল সদা তৎপর। কিছুদিন আগে পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম, ফাজিল মাদ্রাসার প্রধানকে এখন আর অধ্যক্ষ বলে সম্বোধন করা যাবে না। সুপারিনটেনডেন্ট বলে ডাকতে হবে। সুতরাং খুব সহজেই অনুমেয় যে, ফাজিল মদ্রাসাকে মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছানো হচ্ছে। আর তারই ষোলকলা পূর্ণ হল মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কামিল পরীক্ষা '৯৯ সালের ফরম ফিলাপ হচ্ছে স্কুলের এসএসসি ও এইচএসসির ফরম দিয়ে। আর এখানেই দেখা দিয়েছে অসংখ্য সমস্যা। যেমন কামিলে আছে ৪টি ডিপার্টমেন্ট— হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও আদব। আলাদাভাবে এগুলোর ফরম-ফিলাপ করতে যেয়ে দেখা যাচ্ছে, এসব নির্ধারিত বিভাগে কোন নাম নেই এবং বিষয়ের কোন নম্বর এ ফর্মে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেন মাদ্রাসা বোর্ডের নিজস্ব ফরম তৈরী হল না, এ নিয়ে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, যেহেতু অনেক আগ থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, এবার '৯৯ থেকে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি হবে কম্পিউটারের মাধ্যমে। সুতরাং পূর্ব থেকেই কি পরিকল্পনা করে এ ফরম মাদ্রাসা বোর্ড থেকে তৈরী করা যেত না? একি মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি খামখেয়ালী? অবহেলা? নাকি কোন সুগভীর ষড়যন্ত্রের ফসল? আশা করি কর্তৃপক্ষ সার্কুলারটি প্রত্যাহার করবেন।

—শাহীন আহমদ,
কামিল তাফসীর,
১২০ আল্লামা কাশগরী হল,
মাদ্রাসা-ই আলিয়া, বকশী বাজার,
ঢাকা-১২১১।

॥ ২ ॥

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত এক সার্কুলারে বলা হয়েছে, এখন থেকে কামিল মাদ্রাসা ব্যতীত সকল এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল, মাদ্রাসাসমূহের সুপার, অধ্যক্ষগণকে 'সুপার' পদবী লিখতে হবে। আলিম ও ফাজিল ক্লাসে যথাক্রমে এইচএসসি ও ডিগ্রীর সমতুল্য সিলেবাস পড়ানো হয়। তাছাড়া সরকার আলিমকে এইচএসসি'র মর্যাদাও দিয়েছে। এবং আরবী, বাংলা, ইংরেজীসহ সব বিষয়ের প্রভাষকের পদও রয়েছে। তবে কেন অধ্যক্ষ-এর পদ কেড়ে নেয়া হচ্ছে? আলিম, ফাজিল মাদ্রাসায় প্রভাষকের পদ থাকতে পারবে কিন্তু মাদ্রাসা প্রধানের অধ্যক্ষ পদের বেলায় দোষ কি? যারা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে আসেন তারা মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী গ্রহণ করেই উক্ত পদ গ্রহণ করেন। একজন সুপারিনটেনডেন্ট-এর অধীনে প্রভাষকগণ চাকরি করবেন এ কোন যুক্তি? মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারের এহেন নীতি কেন? পরিশেষে দেশের হাজার হাজার আলেম-উলামার প্রাপ্য মর্যাদাটুকুও হরণের অপচেষ্টা বন্ধ করে জারিকৃত সার্কুলার প্রত্যাহার করা জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি।

—এম্ ফজলুল হক ভুঁইয়া,
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।